ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

BANGLA SAHITTYAE NODI : NODI NIYE SAHITTYA

Dr. Shib Narayan Routh State Aided College Teacher(Category -1), Department of Bengali Rajganj College, Jalpaiguri, West Bengal-735134 :: shibnarayanrouth85@gmail.com

বাংলা সাহিত্যে নদী : নদী নিয়ে সাহিত্য

ড.শিবনারায়ণ রাউত স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (ক্যাটেগরি -১) বাংলা বিভাগ, রাজগঞ্জ কলেজ : জলপাইগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গ

'Thou hast taught me,

silent river!

many a lesson,

deep and long"

[To the river Charles, Henry Wordsworth Longfell

পৃথিবীর আদি সভ্যতা ও মনুষ্য বসতি এই নদী কেন্দ্রিক। নদী তীরেই প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠেছিল। যেমন- ইরাকের ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস নদের সুমেরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের মোয়েনজদারো ও হরপ্পা সভ্যতা, চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদী সভ্যতা এবং মিশরীয়দের নীল নদের সভ্যতা। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রাচীন মানুষ প্রধানত যাতায়াতের সুবিধার্থেই নদীর তীরে বসতি গড়ে তুলেছিল। নদীর সুপেয় জল এবং চাষাবাদের জন্য জল- এ দুটো কারণ এক্ষেত্রে অগ্রণি ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের সঙ্গে নদীর এমন ঘনিষ্ঠতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কবিতা। এই সূত্র ধরেই সম্ভবত বাংলা কবিতায় নদ-নদীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়ে ওঠেছে অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে, সমাজকে উপস্থাপন করতে গিয়েও নদী আর তার পারিপার্শ্বিকতার অবস্থান অনিবার্য হয়ে ওঠেছে। ফলে কবিতায় নদীর অবস্থান চোখে পড়ার মতো। নদী, নদীর উদ্দাম জলের কল্লোল আন্দোলিত করে না, এমন কবি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাংলা কবিতার গভীর অতলেও নদীর নিবিড় উপস্থিতি সহজলক্ষ। নদী, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনজীবন ও কবিতা যেন একইসূত্রে গাঁথা। নদীর গতিময়তা, উদ্দাম ঢেউ, ভাঙন আর তার বুকের পলি জমেই সবুজ-শ্যামলা,শস্য-সুফলা বাংলাদেশ। বাঙালির আবেগপ্রবণতা, ক্রোধ, ঘৃণা, অভিমান অনেকটাই নদী নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা কবিতার যে উদ্দাম আবেগী উত্থান, ছন্দের অভিনব দোলা আর আঙ্গিকের নিরন্তর ভাঙাগড়া; তার পেছনেও আছে নদীর ভূমিকা। বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ এ নদীর সরব উপস্থিতি লক্ষযোগ্য। ১৪ নম্বর চর্যায় ডোম্বীপা যখন বলেন-

'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ/তঁহি চড়িলী মাতঙ্গি পোই আ লীলে পার করেই।"

(গঙ্গা-যমুনার মাঝে রে বয়ে চলে নৌকা/তাতে চড়ে ডোমনি-মেয়ে লীলায় পার করে।) তখন নদীবিধৌত বাংলা এক অপরূপ শোভায় জেগে ওঠে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নদী একটি বড় স্থান দখল করে আছে। মধ্যযুগের প্রধান সাহিত্যধারাগুলো অনেকটাই নদীর জলসিক্ত ও আবেগ-উদ্বেলিত। মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ রাধা ও কৃষ্ণের মিলন সাধনায় নদী প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কৃষ্ণ

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

রাধার মন জয়ের চেষ্টায় সুবিধা করতে না পেরে মাঝির চরিত্রে হাজির হয়। একজনকে পার করা যায় এমন একটা নৌকা নিয়ে যমুনার তীরে বসে থাকেন। রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ঘৃত দধি ঘোলের পসরা নিয়ে নদী পার হতে আসে। রাধাকে পার করতে গিয়ে কৃষ্ণ কৌশলে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গসুখ লাভের চেষ্টা করে-

"কোলে কর কাহ্নাঞি বড়ায়ি জুনী জাণে/

বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে/

এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞি মনের হরিষে/

নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে।'[নৌকা খণ্ড: বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য]

চতুর প্রেমিক কৃষ্ণ যমুনার জলে প্রণয়ী রাধার সঙ্গে মিলনের পরিবেশ তৈরি করে কৌশলে।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি নদীর জলজ অনুভবে কোমল ও হৃদয়সংহারী। যমুনা, কৃষ্ণ ও রাধার হৃদয় যেন একই সূত্রে এখানে বাঁধা পড়ে-

১.না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে/ চিকনকালা করিয়াছে থানা।/ নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো

তেঁই জলে যেতে করি মানা।৩ (চণ্ডীদাস)

২.তীর তরঙ্গিনী কদম্ব কানন/ নিকট জমুনা ঘাটে।

উলটি হেরইত উলটি পরল/ চরণ চীরল কাঁটে। (বিদ্যাপতি)

দুটি উদ্ধৃতিতে যমুনার জল যেন হৃদয়কাটা ছুরির ভূমিকায় অবতীর্ণ। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, রোম্যান্টিক প্রণয় উপাখ্যান ও মৈমনসিংহ গীতিকায় নদীর সরব উপস্থিতি লক্ষযোগ্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদা সাধারণ গৃহিণীর বেশে নদী পার হতে এলে নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনি তাকে কুলপরিচয় জিজ্ঞেস করে। একলা নদীর ঘাটে আগমনের কারণও জানতে চায়। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ সহজ হয়ে ওঠে- 'পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার/ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার।'[অন্নদামঙ্গল : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের নদীবাহিত স্রোত আধুনিক বাংলাসাহিত্যের শিরায়ও প্রবহমান। বাংলাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষ নদ প্রীতি সর্বজনবিদিত। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে তিনি কপোতাক্ষ নদের মায়ামন্ত্রধ্বনি শুনেছেন-

'সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে/ শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে/ জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।'৬[কপোতাক্ষ নদ]

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

শৈশবের কপোতাক্ষ নদ তার সত্তায় নতুন ব্যঞ্জনায় ধরা দিয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন- 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে/কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে?'

কবি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, অপরূপ বহু নদীর স্পর্শ লাভ করেছেন; কিন্তু কপোতাক্ষ নদের স্নেহস্পর্শ বিস্মৃত হতে পারেননি। বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের মোহ কাটিয়ে মধুসূদনের স্বদেশমুখী অভিযাত্রার ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকে দেখেছেন মায়াময় চোখে আর অনুভবের গভীরে টের পেয়েছেন নদীর নিবিড় অস্তিত্ব। রবীন্দ্রসাহিত্য ভীষণভাবে বাঁক নেয় পূর্ববাংলার শিলাইদহ শাহজাদপুরে জমিদারি পরিদর্শনে আগমনের পর। পদ্মাবোটে বসে তিনি বাংলার নদী, জ্যোৎস্না ও জনজীবন অবলোকন করেছেন গভীরভাবে; যা তার সাহিত্যেও নতুন মোড় নিয়ে আসে। তার কবিতায় পদ্মা, ধলেশ্বরী, ময়ূরাক্ষী, কোপাই ইত্যাদি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নদী' নামে তার একটি দীর্ঘ কবিতা আছে, যেখানে নদীকে কেন্দ্র করে কবির জনজীবন প্রকৃতিকেন্দ্রিক দার্শনিক ভাবনার বিস্তার ঘটেছে-

'নদী যত আগে আগে চলে/ ততই সাথি জোটে দলে দলে

তারা তারি মতো ঘর হতে/ সবাই বাহির হয়েছে পথে

পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি/ যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।'

রবীন্দ্রকবিতায় নদী যে কত ব্যাপক ভূমিকায় অবতীর্ণ তা উপলব্ধি করা যায় তার 'হে বিরাট নদী' কবিতায়- 'ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা/ঝংকারমুখরা এ ভুবনমেখলা/অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা/নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি/বক্ষ তোর উঠে রণরণি।'৯

নদী যেন জীবনের অন্যতর ব্যঞ্জনায় এখানে রবীন্দ্রচেতনায় উচ্চকিত।আবার কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ ও মানবিক আকুতি নদীর মধ্য দিয়ে নতুন ব্যঞ্জনায় অভিসিক্ত। তার বহুল আলোচিত বিদ্রোহী কবিতায় গঙ্গোত্রীর ধারার উল্লেখ রয়েছে; যেখানে মুক্তপ্রাণের বন্ধনহীন আবেগের প্রতীক হয়ে ওঠে গঙ্গোত্রী- 'আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর'। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে মূলত গঙ্গার উদ্ভব। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় 'গঙ্গা' মানবীয় আর্তিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়- ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!/উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। 'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতায় কবি এশিয়ার সিন্ধু আর আফ্রিকার নীল নদকে মিলিয়েছেন বিশ্বজনীন মানবীয় চেতনায়- 'সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে দু-তীরে ললাট হানি/ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি!' এছাড়া নজরুলের কবিতায় দজলা, ফোরাত, পদ্মা, সুরমা, গোমতী, কর্ণফুলী ইত্যাদি নদী অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে ধরা দেয়। কর্ণফুলীকে নিয়ে তার চমৎকার অনুভব ধরা পড়ে এভাবে-

'ওগো ও কর্ণফুলী/ তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি। '

জসীমউদ্দীন পল্লিজীবনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে নদীকে ধারণ করেছেন অপরূপ রূপে। গ্রাম জীবনের সৌন্দর্য নদীর গতিবিধির ওপর কতটা নির্ভরশীল তা তার কবিতায় টের পাওয়া যায়। 'নীড়' কবিতায় কবি যখন বলেন- ' গড়াই নদীর তীরে/কুটিরখানিরে লতা-পাতা-ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে'; তখন নদী ও গ্রাম এক অভিন্ন সুন্দরের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাহিনীকাব্যে নদীর অনবদ্য ভূমিকার দিকটি অস্বীকার করা অসম্ভব।

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নদী স্বপ্নময় সুন্দরের কাঙ্ক্ষিত উদ্ভাস হয়ে ধরা দেয়। তার চেতনায় বাংলা হয়ে ওঠে- 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা সবুজ করুণ'। আবার যদি কোনো জন্ম থাকে তবে কবি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে ফিরে আসার বাসনা রাখেন- 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায় '

রূপসার ঘোলা জলে যে কিশোর শাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায় তার মাঝে কবি নিজেকে খুঁজে পান। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে নদী, নারী, নক্ষত্র, প্রকৃতি আর স্বদেশ পৌরাণিক আবহে চিরন্তন রূপ নিয়ে ধরা দেয়। 'বাংলার মুখ আমি' কবিতায় 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা বাংলার রূপসৌন্দর্যের অনবদ্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করে-

'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-

কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়

শ্যামার নরম গান শুনেছিল- একদিন অমরায় গিয়ে

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'

বাংলার এমন নদীবিধৌত অনন্যরূপ তার অসংখ্য কবিতায় লক্ষযোগ্য। তার কাছে নদী মানে 'স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল'- 'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো/এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'। নদীর দর্পণে কবি বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের নবতর রূপ প্রত্যক্ষ করেন। তার কবিতায় ধলেশ্বরী, কালিদহ, কীর্তিনাশা, কর্ণফুলী নদী রূপদগ্ধ নারীর মূর্তিতে মূর্তমান। 'এই পৃথিবীতে এক' কবিতায় নদীমাতৃক বাংলাকে তিনি অনন্য রূপে তুলে আনেন- যেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে- যেখানে বরুণ/কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল'।

তিরিশের দশকের অন্যান্য কবির কবিতায়ও নদী কম-বেশি হাজির হয়েছে বহুমাত্রিক রূপে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু নদীমাতৃক বাংলার চমৎকার রূপ তুলে ধরেছেন-

'সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু !/ আগে পদ্মায় চলো,

দুপুরের রোদে ঝলমলে জল/ বয়ে যায় ছলোছলো'।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্থাপত্যকঠিন কবিতার পাথরেও নদীর কল্লোল চকিতে ধ্বনিত- 'সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়'। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় গ্রামে ফেরার আকুতির পাশাপাশি নদীর আকর্ষণও কম নয়- 'গ্রামে যাও, গ্রামে যাও/এক লাখ হয়ে মাঠে নদী ধারে/অন্ন বাঁচাও'।

তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি বিষ্ণু দে হৃদয়ে নদীর পল্লবিত ছায়া খুঁজে পান। 'জল দাও' কবিতায় কবি বলেন- ' ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে/জিয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

হৃদয়ে/তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া/তোমারই ঘাটের কাছে/ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে'।

চল্লিশের দশকের প্রধান কবিদের কবিতায় স্বদেশলগ্ন বোধ নদীর উপস্থিতিতে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। আহসান হাবীব 'স্বদেশ' কবিতায় নদীর ক্যানভাসে এঁকেছেন স্বদেশের মুখ-'এই যে নদী/নদীর জোয়ার/নৌকা সারে সারে/একলা বসে আপন মনে/বসে নদীর ধারে/এই ছবিটি চেনা।'

এখানে নদীর আবহে বাংলাদেশের অন্তর্গত রূপ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায়ও নদীর সঙ্গে কবি অস্তিত্বের টান অনুভব করেন- 'সামনে ধু ধু নদীর কিনার/আমার অস্তিত্বে গাঁথা/আমি এই উধাও নদীর/মুগ্ধ এক অবোধ বালক।'

চল্লিশের আরেক শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ নদীকে আশ্রয় করে দার্শনিক মনোভঙ্গির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন- 'পদ্মা, মেঘনার দেশ; চিত্রা, হেনা, তিতাসের দেশ/যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ আর/গোমতী, যমুনা , তিস্তা, মধুমতী, হরিণ-ঘাটার/বহমান গতিস্রোত খুঁজে ফেরে পূর্ণতা অশেষ।' সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে সমুদ্রের আবহ কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা যোগ করেছে।

চল্লিশের দশকের আরেকজন প্রধান কবি আবুল হোসেনের কবিতায় নদী উঠে এসেছে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার চেতনার সংহত রূপে-

'আমরা কি মনে রাখব দেখেছি যা দুই চোখে?/শান দেয় কুড়ালে কামার, জেলেরা নদীতে ফেলে জাল'। [উত্তরাধিকার]

সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিবাদী চেতনায় নদীও যেন বিদ্রোহী ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে যায়- 'এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস/বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে' [চিরদিনের] সাম্যবাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীর সন্ধানে তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেয়ার বাসনায় উজ্জীবিত- 'আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তের নদী/পার হতে সাধ জাগে মনে' [মীমাংসা]

চল্লিশের আরেক মার্ক্সবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেতনায়ও নদী নবপৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর আর নিষ্ফলা বর্তমানের আর্তনাদ মুখর-

'নদী থাকলে, নৌকা থাকলে হতো ভালো/ তবে কি জানিস?

বদ্ধস্রোত/ নদীতে এখন শুধু ঝাঁঝি'[যা রে কাগজের নৌকো]

তবু কবি আশাবাদী একদিন স্বখাতে ফিরবে নদী- 'যদি যায় নিবে/ফুত্কারে দীপাবলি- /ঝেড়ে ফেলে সব স্বখাতে ফিরবে নদী' [জল নেবে গেলে পলি]

১৯৪৭-এর দেশভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় নদী স্বকীয় ভূখণ্ডভাবনা ও ভাষাচেতনার সঙ্গে নতুন জীবনবোধের প্রতীকী দ্যোতনায় জেগে ওঠে। পাকিস্তানি শাসকদের আধিপত্যবাদী আচরণ ও দমন-পীড়নের বিপরীতে এ দেশের কবিদের কবিতায় নদী এক প্রশান্ত কাঙ্ক্ষিত জীবন ও স্বদেশস্বপ্নে মুখর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রায় সব প্রধান কবির কবিতাই নদীর ঊর্মিমুখর জলগর্জনে ঋদ্ধ। 'তিতাস' কবিতায় আল মাহমুদ শৈশবের তিতাস নদীর যে দৃশ্যরূপ অঙ্কন করেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব-'জনপদে কী অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী এনেছে স্রোতের

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

মতো'। কবি তার হৃদয়েও তিতাসের গভীর জলধারার অস্তিত্ব টের পান-'আবার দেখেছি ঝিকিমিকি সেই শবরী তিতাস/কী গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার'। 'নোলক' কবিতায় তিতাস নদীর সৌন্দর্য আরও মনোহররূপে ধরা পড়ে-

'নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তুমার কাছে?

হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।

বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে

শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছাড়িয়ে থাকে।'

'সোনালি কাবিন' কাব্যগ্রন্থে নদীর নাচের ভঙ্গি ধীরে ধীরে ক্ষুধার্ত নর-নারীর প্রেম কামচেতনার রূপকে পরিণত হয়- 'ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দুটি জলের আওয়াজ/তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়'।

শামসুর রাহমানের নাগরিক চেতনার গভীরেও নদীর প্রবাহ লক্ষযোগ্য। বিরূপ সময় ও সমসাময়িক সমাজ পরিস্থিতি নদীর মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়- 'জলজ দুপুরে কিংবা টইটুম্বুর রাত্তিরে নদী/যখন সঙ্গীতময় হয় সে আপন অন্তরালে/ভাসমান খুশি যেন'। কবির মৃত্যুচেতনায়ও নদী নতুন মাত্রা যোগ করে। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু সবকিছুই নদীর অনুভূতিনির্ভর। 'মৃত্যু' কবিতায় কবি যখন বলেন-'মৃত্যু তুমি রাঙাও কেন চোখ?/একটি নদী হবেই গাঢ় শোক'; তখন বাঙালির এ আবহমান বোধই যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যগ্রন্থে প্রেমের তীব্র অনুভব নদীকে আশ্রয় করে ডালপালা মেলে- 'আবার ডাকলে পরে কিছুতেই স্বীকার হমুনা/বুকের পাষাণ নিয়া দিমু ডুব শীতল যমুনা।' বৈষ্ণব পদাবলির যমুনা যেন এখানে নবরূপে ফিরে আসে। কবির তীব্র হৃদয় অনুভব যমুনার আবহে রূপায়িত হয় অন্য একটি কবিতায়- 'পরানে পরান যদি এই মতো হাজার সোয়াল/সারা দিন যমুনার খলবল চিতল বোয়াল।' প্রেমের উদ্দামতার পাশাপাশি তীব্র দুঃখের বোধও নদীর মধ্য দিয়ে তিনি রূপায়িত করেছেন- 'দীঘল নায়ের মতো দুঃখ এক নদী দিয়া যায়/মাঝি নাই, ছই নাই, নাই কোনো কেরায়া কি লোক।'

শহীদ কাদরীর নাগরিক চেতনার প্রখরতায় নদীও ভিন্নরূপ লাভ করে। নদী যেন এখানে ধাতব অনুভবে উদ্ভাসিত-'নদীর ওপারে/তার বাড়ি/পালের সঙ্গে আড়ি/চারিদিকে মোহনা ও খাড়ি।' কবির কাছে নদী রোমান্টিক চেতনায় ধরা দেয় না। বরং বিপরীতধর্মী বোধই এখানে উচ্চকিত- 'মাঝনদীতে যাত্রাপার্টির সঙের মতো/এই রঙঢঙ আর/ভাল্লাগছে না...'। তবু তার কবিতায় ইলিশ রঙের নদীর সাক্ষাৎ বাংলা কবিতায় নতুন দ্যোতনাবাহী।

আসাদ চৌধুরীর কবিতায় নদী যেন বাংলাদেশের মানচিত্রের সমান্তরালে ধরা দেয়। নদীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ-সংস্কৃতির গতিবিধি। 'নিসর্গ ভীষণ নিরপেক্ষ' কবিতায় কবি যখন বলেন-'নদীতে লুকানো লাশ, অথচ উল্লাস/ছড়াতে গগনে কেমন স্বভাব তোর নিসর্গ?' তখন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর নির্মম গণহত্যার দৃশ্য নদীর মধ্য দিয়ে উঠে আসে। নদীর ভেতর দিয়েই তিনি দেখেন আবহমান বাংলা ও বাঙালিকে-'মনে হয়

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

নদীই/আমাদের অবগাহন এবং ভ্রমণ/আমাদের শ্যামল শস্যক্ষেত্র/যার কাছে কৃতজ্ঞ।' [তা দেখেছিলাম বটে] নদীর রূপকে তিনি জীবন ও মৃত্যুর সমীকরণ মেলানোর প্রয়াস পান- 'মানুষ মৃত্যুকে পায়/সব নদী সমুদ্র পায় না। [সব নদী সমুদ্র পায় না]

রফিক আজাদের কবিতায় নদী, নদী তীরবর্তী মানুষ ও প্রকৃতি এক অপরূপ সুরেলা আবহে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতি দূষণের ভয়াবহতায় নদীর মুমূর্ষু রূপ কবিকে আহত করে। তিনি করজোড়ে ক্ষমা চান নদীর কাছে-'সুপেয় জলের নদী বারবার করেছি দূষিত/আহ্লাদে আমারও হাতে উঠে ঐ আসেনি কুঠার?/জলে নেমে তছনছ করিনি কি জলের সংসার?' 'নদী' কবিতায় ট্যুরিস্টের চোখে দেখা নদী আর নদী তীরবর্তী মানুষের নিত্য বাস্তবতার বিপ্রতীপ দিক কবিকে ভাবিয়েছে ভীষণ- 'ট্যুরিস্টের চোখে তুমি দ্যাখো নদী ও নদীর তীর/অশ্রুজলে-ভেজা তীরবর্তী দুঃখী নোনা গ্রামগুলি/তোমার কাছে কি সুখী গৃহকোণ বলে মনে হয়?'

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় কীর্তিনাশা এক প্রমত্ত রূপে জেগে ওঠে। নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ জনপদ, স্বজন খেকো রূপে নদীর করাল মূর্তির প্রতাপ তার কবিতায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে। 'কীর্তিনাশা' কাব্যগ্রন্থে নদীমেখলা বাংলা এক অভূতপূর্ব রূপ ও ভাষা ভঙ্গিমায় রূপায়িত হয়- 'অস্থির গোঙানি ফিসফাস/সমস্ত অঞ্চল ভেঙেচুরে/চাপা ত্রস্ত ছোটাছুটি, মানে/বান নয়, নদীতে লেগেছে টান।'

নদী তীরবর্তী মানুষের অন্তর্গত হাহাকার ও মর্মবেদনা স্বতন্ত্র ভাষায় তার কবিতায় উঠে আসে- 'ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটি মাত্র মেয়ে তাকে নিলি/কী আর করবি তুই বড়জোর আমাকেও নিবি।' নদীর প্রতিটি ঢেউ কবির কাছে মনে হয় ভাগ্যরেখা-'নদীর প্রতিটি ঢেউ ভাগ্যরেখা জলজ অক্ষরে।' নদীর সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যও যে গভীরভাবে জড়িত তা এখানে লক্ষযোগ্য। নদীর ঋদ্ধ ও প্রমত্তরূপে অভিভূত কবির মনোভঙ্গি রূপায়িত হয় মনোহর ভাষায়-'এইভাবে ভিজে-ভিজে কীর্তিনাশা কতদূর যাবে...'

আবুল হাসানের মানবীয় আর্তি ও আকুতি নদীকে আশ্রয় করে মনোহর রূপ লাভ করেছে। নদী তার বিস্ময়বোধে অবিশ্বাস্য অনুরণন তৈরি করে। 'জলসত্তা' কবিতায় কবি যখন বলেন-'প্রবাহ নদীর প্রাণ- নাবিকের দল ফিরে এসো/আমার দু'পাশে আজ মরা ঢেউ, অভিভূত অন্য বন্দর'; তখন নদী যেন জীবনের নতুন প্রাণস্পন্দন নিয়ে জেগে ওঠে। এছাড়া তার অসংখ্য কবিতায় নদী বিচিত্র বোধের স্মারক হয়ে ধরা দেয়।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় নদী প্রেম-বিরহ ও আকাঙ্ক্ষার নবদ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়-'তুমি চলে যাচ্ছো, নদীতে কল্লোল তুলে' কিংবা 'রমণীর ভালোবাসা না পাওয়ার চিহ্ন বুকে নিয়ে ওটা নদী' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে নদী মানবীয় আবেগের ঋদ্ধ আধার হিসেবে ধরা দেয়। তার রাজনৈতিক ও গণমুখী চেতনাও নদীনির্ভর হয়ে ওঠে কখনও কখনও- 'যে নদী সাগরে মেশে তার মৃত্যু নেই/যে কবি মিশতে পারে জনতা সাগরে/তার ভাগ্য ঐ সমুদ্রমুখী নদীর মতোই'। [ইসক্রা]

মহাদেব সাহার কবিতায় নদী মা-মাতৃভূমি ও প্রেয়সীর অনুভবস্পর্শে ভিন্নমাত্রা লাভ করে। নারী, প্রকৃতি ও স্বদেশবোধে নিমগ্ন কবি নদীর কাছে খুঁজে পান কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়- 'এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে/মন হয়ে যায় নদী' [এই অক্ষরে]। 'ডাকবাংলো' কবিতায় বাংলার নিসর্গ নদীর জলসিক্ত রূপে ধরা দেয় অপরূপ ভঙ্গিমায়-'লাল ইটের ডাকবাংলো ফুলজোড় নদীতে বুঝি ডুবিয়েছে পা'।

Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-1, No.02, January: 2024

'যদুবংশ ধ্বংসের আগে' কবিতায় কবি যখন বলেন-'আমাকে কি ফেলে যেতে হবে এই নদীর কল্লোল'; তখন বোঝা যায় নদী তার সত্তার কতটা গভীরে প্রোথিত।

কবি দিলওয়ার নদীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন বাঙালির শক্তি ও সম্ভাবনার মূল সূত্র। বাঙালির সংগ্রামী ও অদম্য মানসিকতা ও প্রেমময় অভিব্যক্তির পেছনে নদীই যে মূল নিয়ামক, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবির এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায়-' পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা.../ অশেষ নদী ও ঢেউ/রক্তে আমার অনাদি অস্থি/বিদেশে জানে না কেউ!'

বাংলা কবিতায় নদী তার বিচিত্র ভঙ্গি, রহস্যময়তা ও আবেগী উন্মাদনায় নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এমন কবি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যার কবিতায় নদীর স্পন্দন নেই। সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি নদী বাংলা কবিতার এক অফুরন্ত ভাবসম্পদ- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সহায়ক গ্রন্থ-

১. মণ্ডল আলাউদ্দীন : "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: নির্মানে- বিনির্মানে", মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, বাংলাদেশ-১১০০, প্রথম প্রকাশ -ফেব্রুয়ারী-২০১৯

২. বসু সুজিত: "বাংলাদেশের সাহিত্য", দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশিত - এপ্রিল -১৯৮৪

৪. ত্রিপাঠী দীপ্তি : "আধুঙ্কি বাংলা কাব্য পরিচয়", দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০৭৩, প্রথম প্রকাশিত – এপ্রিল-১৯৫৮

৫. ভট্টাচার্য সুনীল : "বাংলা ছোট গল্প- কিছু কথা", জয়দুর্গা লাইব্রেরি, ৮এ ৫বি কলেজ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশিত -নভেম্বর -২০৯৩

৬. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার : "কালের পুত্তলিকা ", দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০৭৩, প্রথম প্রকাশিত - জানুয়ারি-১৯৯৮

৭. আলী সৈয়দ মজতুবা : "চাচা কাহিনী", নিউ এজ পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/১, চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশিত -জুলাই -১৯৫২

৮. সেন আকাশ: "বাংলা গল্পের ইতিহাস ", মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশিত -জানুয়ারি-১৯৮৯

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :-

১.রাশেদ জাফর আহদেদ(সম্পাদক) : "নিরন্তর"(সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা),,৩/৪সি,শাজাহান রোড,মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭,পঞ্চম সংখ্যা,প্রকাশকাল -ফেব্রুয়ারী-২০০৩

২. সুমন রেজাউল করিম (সম্পাদক): "নির্মাণ",(শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী),,মেডিহিলার,১১০ চাঁদমারি রোড,লালখান বাজার,চট্টগ্রাম, তৃতীয় সংখ্যা,প্রকাশকাল-২২ শ্রাবণ, ১৪০৪,জানুয়ারি -মার্চ-২০০৪

৩.হক কায়সুল(সম্পাদক): "শৈলী",(আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা),রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা),১৬১ মতিঝিল বি/এ, ঢাকা-১১০০,২য় বর্ষ-২২ সংখ্যা,প্রকাশকাল -জানুয়ারি-১৯৯৭

Copyright @ 2024 Author